কৃষ্ণ মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল পৌরসভার ১৭নং ওয়ার্ডের বেলপুকুরে কৃষ্ণ মন্দিরে ঠাকুরের রূপোর গহনা, মূল্যবান নথিপত্র, নগদ কয়েক হাজার টাকা, নতুন ল্যাপটপ প্রভৃতি সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকালে আশ্রমের এক ভক্ত দেবকী নন্দন দাস ভোরবেলা আরতি করতে এসে দেখেন, মন্দিরের কলাপসিবল গেটের চাবি ভাঙা। কৃষ্ণ মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে কুশপাতায় একটি সোনার দোকানে সার্টার কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। কয়েকদিন আগে পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে একটি দোকান থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে। মাস খানেক আগে ৫ নং ওয়ার্ডে একই দিনে মন্দিরে চুরি ও একটি সোনার দোকানে চুরি হয়েছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ কিনারা করতে পারেনি চুরির ঘটনাগুলির। ফলে মন্দিরেতে চুরির ঘটনা ঘটায় ক্ষোভ চরম আকার নিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। ঘাটাল থানার সার্কেল ইনস্পেক্টর সুপ্রিয় বিশ্বাস ও ঘাটাল থানার ওসি দেবাংশু ভৌমিক মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন। রাতে যারা মন্দিরের পাশে ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মন্দিরের দোতলায় ৩জন ভক্ত রাতে ছিলেন কিন্তু তাঁরা কিছু বুঝতে পারেননি বলে জানান। ঘাটাল থানার ওসি দেবাংশু ভৌমিক জানান, মন্দিরে চুরির ঘাটনায় একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে গোটা ঘটনার।

সাংসদের আপ্ত সহায়ক অর্নিবাণসহ গ্রেফতার চার ভুয়ো তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নিজেকে রাজ্য নেতা পরিচয় দিয়ে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে গিয়ে শ্রমিকদের প্রতারিত করার অভিযোগে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের আপ্ত সহায়ক অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ ব্লকের মঞ্জুশ্রী পঞ্চায়েতের মাধবপুর নোয়াপাড়া বাসিন্দা সন্দীপ পাত্রকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, এই দুইজন ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা অশোক মাহাত ও কলকাতার বাসিন্দা মহম্মদ দানীশকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার রাতে নকশালবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় এই চার ভুয়ো তৃণমূল নেতাকে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিন রাতে ঘটনাটি

ধৃত সাংসদের আপ্ত সহায়ক অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

ভুয়ো তৃণমূল নেতা সন্দীপ পাত্র।

জানার পরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ও মেদিনীপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে খোদ সাংসদের আপ্ত সহায়ক প্রতারণা, ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ায় শাসকদল তৃণমূল প্রচারে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়তে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গেছে, নিজেকে রাজ্য সরকারের শ্রমিক সংগঠনের এক নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে নকশাবাড়ি ও মাটিগাড়া এলাকার বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ভুয়ো সংগঠন তৈরি করতে নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়া এলাকার বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক করে এই চার ভুয়ো তৃণমূল নেতা। বিষয়টি জানতে পেরে নকশালবাড়ির 'মেরি ভিউ' চা বাগানের লোকাল ইউনিট সভাপতি দিলীপ টপ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, বিষয়টি নজরে আসতেই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনও ইমেলে দার্জিলিং জেলা পুলিশের সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। উল্লেখ, ধৃতদের মধ্যে অনির্বাণ ভট্টাচার্য এলাকায় সাংসদ সন্ধ্যা রায়ের আপ্ত সহায়ক এবং সন্দীপ পাত্র ও অশোক মাহাত নিজেদের সাংসদের প্রতিনিধি বলে দাবি করতেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সন্দীপ পাত্র নিজেকে শাসকদলের অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের নিজেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি বলেও দাবি করতেন। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা শ্রমিক সংগঠনের জেলা কার্যকরী সভাপতি নির্জল দে বলেন, তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই দলের নাম ভাঙিয়ে নিজেকে সাংসদ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন বাগান ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওই ব্যক্তি। বিষয়টি জানা মাত্রই আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করি। এরা প্রত্যেকেই বিজেপির হয়ে কাজ করছে। অভিযোগ, চা বাগানগুলিতে সাংসদ লেখা গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়েই ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এলকায় সভা করতে যাচ্ছিলো এই চার ভুয়ো তৃণমূল নেতা। অনির্বাণ ভট্টাচার্য অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি নিজেকে সন্ধ্যা রায়ের আপ্ত সহায়ক পরিচয় দিয়েছেন, সাংসদ পরিচয় দেননি। তবে কি কারণে দলের কোন অনুমতি ছাড়াই বাকি তিন জনকে নিয়ে অনির্বাণবাবু বাগানে বাগানে ঘুরে সভা করছিলেন তার উত্তর পাওয়া যায়নি। অপরদিকে বিপদ বুঝে দায় এড়িয়েছেন সাংসদ সন্ধ্যা রায়।

তিনি বলেন, অনির্বাণ ভট্টাচার্যরা উত্তরবঙ্গে বৈঠক করতে গিয়ে কি করেছে আমার জানা নেই। জানিয়েছেন, দল থেকেই ফোন করে তাঁকে জানানো হয়েছে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের গ্রেফতারের খবর। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রশাসনের নির্দেশে রাস্তা থেকে সরানো হল ইমারত সামগ্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ জেলা প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে রাস্তার ধারে দিনের পর দিন ইমারত সামগ্রী ফেলে রাখায় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘার বাইপাশে ডি এল বিদ্যালয়ের সামনেও একইভাবে কয়েক জন অসাধু ব্যবসায়ী ইমারত সামগ্রী ফেলে রাখায় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল পথচারীদের। আরো অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফেও বিদ্যালয়ের সামনে ইমারত সামগ্রী ফেলে রাখা হয়েছিল। ফলে নিত্যদিন সমস্যায় পড়তে হয়েছে পড়ুয়াদের। ক্ষোভ বাড়ছিলো এলাকায়।

তাই এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হল দিঘা থানা। এদিন পুলিশের উদ্বেগে জেসিপি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল এই সকল ইমারত সামগ্রী।

নদীয়ার নাবালককে উদ্ধার করলো দিঘা থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ বাড়ি থেকে বগড়া করে পালিয়ে আসা এক নাবালককে উদ্ধার করলো দিঘা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কিশোরের বাড়ি নদীয়ার কৃষ্ণনগর এলাকার পাম্পালাল গ্রামে। অভিজিৎ প্রামানিক নামের বছর তেরোর এই নাবালককে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে দিঘা থানা। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে নতুন দিঘার স্নান ঘাটের কাছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল অভিজিৎ। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অসংলগ্ন কথা বলায় ব্যবসায়ীরা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে দিঘা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে। পুলিশের কাছে এই নাবালক স্বীকার করেছে, বাবা মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এরপরেই অভিজিৎ প্রামানিকের থেকে বাড়ির নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করে থানা।

নগ্ন ছবি তুলে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ বাথরুমে এক যুবতীর স্নানের নগ্ন ভিডিও গোপনে তুলে তা সোশাল মিডিয়ায় ছড়ানোর হুমকি দিয়ে যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ার এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। জানা গেছে, অভিযোগ দায়ের করার পর আত্মগোপন করেছে সন্দীপ দত্ত নামের এই অভিযুক্ত ব্যবসায়ী। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি হলদিয়া পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের। অভিযোগকারী যুবতী পুলিশকে জানিয়েছে, হাওড়ার বালির বাসিন্দা সন্দীপ দত্ত বিভিন্ন হার্বাল প্রোডাক্ট বিক্রির জন্যে হলদিয়ার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ক্লাব খোলে। এই যুবতী আরো জানিয়েছে, ওজন কমানোর জন্য তিনি সেই ক্লাবে ভর্তি হন। উপকৃত হওয়ার পর অভিযুক্ত সন্দীপ তাঁকে প্রোডাক্ট বিক্রির কাজে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দেয়। জানিয়েছেন, তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। অভিযোগ করেছেন, কিছুদিন পর তিনি ক্লাবের ওয়াশরুমে থাকাকালীন তাঁর কিছু নগ্ন ভিডিও তোলে সন্দীপ। জানিয়েছেন, আগে থেকে পরিকল্পনা তাঁর অজান্তে ভিডিও তোলা হয়। পরে এই ভিডিও দেখিয়ে এই ব্যবসায়ী তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে বলে অভিযোগ যুবতীর। জানিয়েছেন, সন্দীপ হুমকি দেয় তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে না তুললে সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেবে। বলেন, বিষয়টি আমি কাউকে বলিনি। অভিযোগ করেন, দিনদিন ওর অত্যাচার বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি ও তাঁর স্বামী এরমধ্যে ইন্দোর গিয়েছিলেন প্রোডাক্টের একটি কনফারেন্সে। মহিলার দাবি, সেখানে তাঁর স্বামীর অজান্তে মদ খেয়ে হোটেলের রুমে আসে সন্দীপ। জোর করে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে ফের তাঁর নগ্ন ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। ইন্দোর থেকে ফেরার পর আমি কোম্পানি থেকে বেরিয়ে আসি। বলেন, পরে ঠিকানা জোগাড় করে আমার স্বামীর অজান্তে একদিন বাড়িতে আসে সন্দীপ। আমাকে মেঝেতে ফেলে জোর করে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। আমি স্বামীকে গোটা ঘটনা বলে দেওয়ার কথা জানাতেই ফের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে। যুবতী বলেন, দিনদিন ওর অত্যাচারে জেরবার হয়ে আমি স্বামীকে সব ঘটনা খুলে বলি। আমার স্বামী আমার পাশে দাঁড়ান। তারপর আমি অভিযোগ দায়ের করি। আমি চাইছি ওর শাস্তি হোক। অভিযোগ, হার্বাল প্রোডাক্ট বিক্রির নাম করে একাধিক মহিলার সঙ্গে সন্দীপ এই ধরনের ব্যবহার করেছে। ভয়ে কেউ সামনে এসে প্রতিবাদ করতে পারেনি। আমি প্রতিবাদ জানিয়েছি। তাই দোষীর কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। ঘটনাটি জানার পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পশহর জুড়ে।

উপমৎস্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মৎস্যঘটির কর্মচারীদের বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে উপমৎস্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল কাঁথি মহকুমা মৎস্য ঘটি ইউনিয়ন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্যঘটিগুলিতে মোট ৫৫জন কর্মচারী কাজ করেন। এরা এই সকল ঘটিতে সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী ও সুইপার হিসাবে কাজ করেন। কাঁথি মহকুমা মৎস্য ঘটি ইউনিয়নের সভাপতি তমলতরু দাস মহাপাত্র প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ অবধি মোট সাত মাস পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঘটিগুলিতে নিয়োগ করা বিভিন্ন ঘটির সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী ও সুইপার মিলিয়ে মোট ৫৫ জনকে সাম্মানিক প্রদান করেন। মৎস্য ঘটি ইউনিয়নের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র জানিয়েছেন, এই বছর ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি অবধি এই কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়েছে। এরপরে আর মার্চ মাসে বেতন পাননি এই সব কর্মচারীরা। তমালতরু দাস মহাপাত্র জানিয়েছেন, যেহেতু এই সাম্মানিক মৎস্য দফতরের কাঁথির অফিস থেকে প্রদান করা হয় তাই সেখানে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। তাই কলকাতায় উপমৎস্য অধিকর্তার কাছে তাঁরা ডেপুটেশন দিলেন। কাঁথি মহকুমা মৎস্য ঘটি ইউনিয়নের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র বলেন, ঘটিতে নিযুক্ত এই কর্মীরা আর্থিকভাবে দুর্বল। তাই তাঁদের যাতে দ্রুততার সাথে বকেয়া সাম্মানিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্যেই তাঁরা এই ডেপুটেশন দিলেন।

ধর্ষণকান্ডের বিরুদ্ধে সেঁজুতির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ দেশে যে সব নৃশংস ধর্ষণকান্ড ঘটে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ও অভিযুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবিতে, সেঁজুতি পরিবার মৌন প্রতিবাদের পথে নামলো। প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সেঁজুতির সম্পাদিকা ঐন্দ্রিলা বসুরায়সহ অভিজিৎ জানা, ইন্দ্রানী পন্ডা, মেহবুব গায়েন, রঞ্জিতা মাইতি, আনন্দ আচার্য্য, অভিষেক নন্দী, দেবিকা মাইতি প্রমুখ। কাঁথি শহরের মানুষেরা প্রতিবাদ মিছিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে সেঁজুতি পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

দেউলপোতা-বাঁশগোড়া সংযোগকারী ক্ষয়ে ক্ষীণ কালভার্টের সংস্কার

'আর্থিক লিপি'র খবরের জের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ কাদম্বরী মরেও না মরার কথা প্রমাণের মত দশা ছিল খেজুরির দেউলপোতা থেকে বাঁশগোড়া শ্মশান মোড় অবধি রাস্তার সংযোগকারী কালভার্টের। ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে ক্ষীণ দশায় পরিণত হওয়া ভগ্নপ্রাপ্ত এই কালভার্টের উপর দিয়ে চলাচল করা যে আসলে বিপদকে হাতে নিয়ে চলার সমান, বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে, দুই একজন হতাহত না হলে হয়তো প্রশাসন বুঝবে না বলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেছিলেন। গত বছর ৭ ডিসেম্বর এলাকাবাসীর সেই সমস্যার খবর করেছিল 'আর্থিক লিপি'তে। আর সেই খবর প্রকাশের পরেই স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে জানানো হয়েছিল চাষের কাজ মিটলেই শুরু হবে কালভার্ট নির্মাণের কাজ। সম্প্রতি সেই কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি দেউলপোতা থেকে বাঁশগোড়া শ্মশান মোড় অবধি তিন কিমি রাস্তা। এই রাস্তার মধ্যে দেউলপোতা গাঙ্গ ও ফিসারি মোড়ে আছে একটা কালভার্ট। সেই কালভার্টের প্রায় বেশিরভাগ অংশ ক্ষয়ে নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের সাথে ভেসে চলে গিয়েছিল বহু আগে। বাকি অংশটা কোনও রকমে টীম টীম করে আছে। শরীরের বেশির ভাগ অংশটা জলে ভেসে গেলেও সামান্য টিকে থাওয়া অংশ দিয়েও নিজের দায়িত্ব সমান তালে আজও পালন করে চলেছে এই ভগ্নপ্রাপ্ত কালভার্ট। বিপদ আছে জেনেও নিজেদের নিত্যদিনের কাজের তাগিদে বিদ্যালয়ের পড়ুয়া থেকে ব্যবসায়ী কিংবা এলাকার সব বয়সের সাধারণ মানুষেরা এই ভগ্নপ্রাপ্ত কালভার্টের উপর দিয়েই নিজেদের গন্তব্যে এবং দিনের শেষে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হতেন। স্থানীয়দের দাবি, কালভার্টের এই বেহাল দশা জানেন নীচ থেকে উপর প্রশাসনের সকল কর্তা থেকে জনপ্রতিনিধিরা। প্রতিবার তাঁরা দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে এলাকার মানুষকে বাড়ি পাঠালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভগ্নপ্রাপ্ত কালভার্টের দায়িত্ব পালনের মত এলাকার অধিবাসীরাও তাঁদের সাংসারিক ও ব্যবহারিক কাজের তাগিদে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাকে মাথায় নিয়েই এর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। নিত্যদিনের এই আশঙ্কা থেকে অত্যন্ত আসন্ন ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করুক তার করুণ আর্তি জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। সেই আর্তি শুনে চাষের কাজের পরেই কালভার্ট তৈরির কাজে হাত লাগানো হবে বলে জানিয়েছিলেন অরবিন্দ দাস। সেই প্রতিশ্রুতি মত কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।